

250434 - “ইয়া মুহাম্মদ” বলা কথিবা “হায় মুহাম্মদ” বলা কী শরিক?

প্রশ্ন

আমি একজন যুবক। আমি কখনও কখনও বলে থাকি: ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া আলী’, ‘ইয়া সায্যদি ফুলান’ (আমার অমুক পীর)। এক লোক আমাকে বলল: এটা শরিক। আমি তাকে বললাম: আমি শরিক করিনি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই)। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ, আলী, কথিবা আমার অমুক সায্যদি (পীর) তারা আল্লাহর সাথে উপাস্য নয়। আমি জনকৈ সাহাবীর এক হাদিসে পড়ছি, এক লোকের পা অবশ্য হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাকে বললেন: তোমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ কর। লোকটি বলল: ইয়া মুহাম্মদ এবং তার অবশ্যতা চলতে গেল। মুসলমানদের কোন এক যুদ্ধে তাদের শ্লোগান ছিল: ‘ইয়া মুহাম্মাদাহ’ (হায় মুহাম্মদ)। যদি তারা শরিক করে থাকেন তাহলে সাহাবায়েরা তোমাদের নষিধে করলেন না কেন? ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা: اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا (তারা বলল, ও আমাদের পতি, আমাদের পাপের জন্য ইস্তগিফার করুন)। তারা তো বললেন যে, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন কথিবা ইস্তগিফার করুন? যদি তারাও শরিক করে থাকেন তাহলে তিনি কেন তাদের এ কর্মের প্রতিবাদ করলেন না যে, এটা ভুল। আমি কি এখন মুশরিক; নাকি নই? যদি আমি শরিকে লিপ্ত হয়ে থাকি তাহলে যে ব্যক্তি শরিকে লিপ্ত হয়েছে আল্লাহ কি তাকে ক্ষমা করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যখন কোন মানুষ বলে: ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া আলী’ এ কথা দুইটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে:

১. যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার কাছে কোন কিছু তলব না করে তার চিত্র মানসপটে আনা; যমেন- ইয়া মুহাম্মদ বলে চুপ করে যাওয়া কথিবা ‘ইয়া মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইকা’ বলা- এটা শরিক নয়। কেননা এর মধ্যে গাইবুল্লাহর কাছে প্রার্থনা নাই।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “ ‘ইয়া মুহাম্মদ’, ‘ইয়া নবী’ এগুলো এবং এ জাতীয় অন্য কথাগুলো সম্বোধনসূচক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সম্বোধিত ব্যক্তিকে অন্তরে স্মরণ করা এবং অন্তরে উপস্থিতি ব্যক্তিকে সম্বোধন করা। যমেনটা নামাযী ব্যক্তি বলে থাকেন: “আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” (হে নবী, আপনার প্রতীশান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষতি হোক)। অনেকে ক্ষত্রেই মানুষ এ ধরণে সম্বোধন করে থাকে। নিজের মনে যাকে কল্পনা করছে তাকে সম্বোধন করে থাকে যদিও বহরিজগতে সে তার সম্বোধন শুনবে না।”[ইকতিয়াউস সেরাতিল মুস্তাকমি লি মুখালাফাত আসহাবিলি জাহমি (২/৩১৯)]

২. এই সম্বোধনটির মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকা; যমেন এভাবে বলা- হে মুহাম্মদ, আমার জন্য অমুক অমুক কাজ করে দনি। কথিবা এর মধ্যে পরোক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত থাকা; যমেন- যে ব্যক্তি বড় কোন পাথর কথিবা ভারী কোন কষ্টে বহনকালে বলে: ‘ইয়া মুহাম্মদ’- এটা ইস্তিআনা তথা সাহায্য প্রার্থনা। এ দুটোই আল্লাহর সাথে শরিক। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মৃতব্যক্তি বা অনুপস্থিতি ব্যক্তিকে ডাকা কুরআন-সুন্নাহ এর দলিল ও ইজমার প্রমাণের ভিত্তিতে শরিক।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “সুতরাং তার চয়ে কবে অধিকি যালমি, যে আল্লাহর উপর মথিয়া অপবাদ রটায় কথিবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তাদরে ভাগ্যে লখিত অংশ তাদরে কাছে পৌঁছবে। অবশেষে যখন আমার প্রেরিত-দূতরা (ফরেশেতারা) তাদরে নকিট তাদরে জান কবজ করতে আসবে, তখন তারা বলবে, ‘কোথায় তারা, আল্লাহ ছাড়া যাদরেকে তোমরা ডাকতে?’ তারা বলবে, ‘তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে’ এবং তারা নিজদের বরিদ্ধে সাক্ষ্য দবে যে, নশিচয় তারা ছিলি কাফরি।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর আল্লাহ ছাড়া এমন কষ্টিকে ডেকে না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নশিচয় তুমি যালমিদরে অন্তর্ভুক্ত হবে।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “তারা যখন নটয়ানে আরোহণ করে, তখন তারা একনষ্টিভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদরেকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শরিকে লিপ্ত হয়।”[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৫] এখানে শরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে ডাকা তথা প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে কোন প্রমাণ নাই; এর হিসাব (শাস্তি) হবে কেবলই তার রবের কাছে। নশিচয় কাফরিরো সফলকাম হবে না।”[সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১১৭] যে ব্যক্তি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

গায়রুল্লাহকে ডাকে এটি তার ব্যাপারে সাধারণ হুকুম। আহুত সত্যকে সবে উপাস্য অভ্যহিত করুক কথিবা সাইয়্যদে অভ্যহিত করুক কথিবা ওলী বা কুতুব অভ্যহিত করুক- হুকুমে কোন পার্থক্য নহে। কেননা আরবী ভাষায় 'ইলাহ' বলা হয় উপাস্যকে। অতএব, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ এর উপাসনা করল সে তাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল। যদিও মতৌখিকভাবে সে এটা অস্বীকার করুক না কেন।

এগুলো ছাড়াও অনেকে সুস্পষ্ট আয়াতে কারীমসমূহ রয়েছে।

সহহি বুখারীতে (৪৪৯৭) এসছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারকে ডাকে সে জাহান্নামে প্রবশে করবে।”

আলমেগণ এই মর্মে ইজমা (ঐকমত্য) করছেন যে, যে বক্তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে বিভিন্ন-মাধ্যম বানিয়ে সসেব মাধ্যমকে ডাকে ও মাধ্যমদরে উপর নরিভর করে তারা কাফরে। এই বখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকাও বাদ দয়ো হয়নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “যে ব্যক্তি ফরেশেতাদরেকে কথিবা নবীদরেকে মাধ্যম বানিয়ে তাদরেকে ডাকে, তাদরে উপর নরিভর করে, কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য তাদরে কাছে প্রার্থনা করে; যমেন- গুনাহ মাফ, অন্তররে হদোয়েতে প্রাপ্তি, বপিদাপদ দূর হওয়া, অভাব দূর হওয়ার জন্য তাদরে কাছে প্রার্থনা করে মুসলমি উম্মাহর ইজমা অনুযায়ী সে কাফরে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১/১২৪) থেকে সমাপ্ত]

এ ইজমার প্রতী সম্মত জানিয়ে একাধিক আলমে তা (নজিদরে গ্রন্থে) উদ্ধৃত করছেন। যমেন দেখুন: “ইবনে মুফলহি এর ‘আল-ফুরু’ (৬/১৬৫), ‘আল-ইনসাফ’ (১০/৩২৭), ‘কাশশাফুল ক্বনি’ (৬/১৬৯), ‘মাতালবি উলনি নুহা’ (৬/২৭৯)।

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে এই ইজমাটি উল্লখে করার পর ‘মুরতাদ এর হুকুম পরচ্ছদে’-এ বলেন: কেননা তা মূর্তপূজারীদরে কর্মরে মত যারা বলে: “আমরা কবেল এজন্যই তাদরে ‘ইবাদাত করি য়ে, তারা আমাদরেকে আল্লাহর নকিটবর্তী করে দবে।” [সমাপ্ত]

দুই:

এই শরিক জায়যে হওয়ার পক্ষযে যথায়ভাবে দললি দয়ো যতে পারে কতিব-সুননাহতে এমন কছি নহে। থাকতো এই শরিকরে দকি আহ্বান করা কথিবা উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কছি থাকবে। কতিবই বা থাকবে! আল্লাহ তাঁর কতিবযে য়ে জনিসিকে শরিক

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ও কুফর হিসেবে সাব্যস্ত করছেন সবে কতিবাবে কতিবাবে এমন কিছু থাকবে যা ওটাকে বৈধতা দিবে।

জনকৈ ব্যক্তির পা-অবশ্য হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত যে আছার (বর্ণনা) আপনি উদ্ধৃত করছেন সবে আছারের সনদ সহিহ নয়। যদি সহিহ হয় তাতেও এর মধ্যে দলিল নাই। কারণ সটো সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্র মানসপটে স্মরণ করা শ্রণীয়; যমেনটি ইতপূর্ববহে আমরা উল্লেখ করছি এবং এর মধ্যে গায়রুল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনা নাই।

এই উক্তটি সম্পর্কে ইতপূর্ববে 162967 নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত জবাব দয়া হয়েছে।

তনি:

‘ইয়া মুহাম্মাদাহ্’ (হায় মুহাম্মাদ), ‘ওয়া মুহাম্মাদাহ্’ (হায় মুহাম্মাদ) শ্লোগান সাহাবীগণ কর্তৃক যুদ্ধের সময় ব্যবহার করার বিষয়টি সহিহ সাব্যস্ত নয়; অচিরেই সবে আলোচনা আসবে। আর যদি সহিহ সাব্যস্ত ধরে নেয়া হয় তবুও সটো প্রার্থনা বা সাহায্য-প্রার্থনার শ্রণীয় নয়। কারণ এতে কোন প্রার্থনা নাই; এটা পরষিকার। বরং এটি শিকারখ জ্‌ঞাপক। যার জন্য শোক করা হচ্চে- তাকে ডাকা। যনে মুসলমানরো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ও তাঁর দ্বীনরে প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে পরস্পর পরস্পরে হিমিতকে চাঙা করে নচ্ছনে। যমেন- তারা বলে থাকনে ওয়া ইসলামাহ্ (হায় ইসলাম)।

শিকারখ জ্‌ঞাপক অভিব্যক্তি وَا (ওয়া) দিয়ে আসে এবং يُ (ইয়া) দিয়েও আসে। যমেনটি বলছেন ইবনে মালিকি তাঁর আলফয়িয়াহ্-তে

وَا لِمَنْ نُدَبْ * أَوْ يَا ، وَغَيْرِ (وَ) لَدَى اللِّبْسِ اجْتَنِبْ.

(অনুবাদ: যার জন্য দুঃখ করা হচ্চে তার ক্ষেত্রে وَا কথিবা يُ আর ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকলে وَا (ওয়াও) ছাড়া অন্যটি বর্জনীয়।)

আল-উশমুন বলনে: (وَا لِمَنْ نُدَبْ) এর মানে যার জন্য ব্যথিত হওয়া হচ্চে কথিবা যে অঙ্গ থেকে ব্যথা হচ্চে। যমেন বলা হয়: وَا وَلَدَاهِ (হায় আমার ছেলে), وَا رَأْسَاهِ (হায় আমার মাথা)। কথিবা বলা হবে يُ (ইয়া) দিয়ে। যমেন- وَا وَلَدَاهِ (হায় আমার ছেলে), وَا رَأْسَاهِ (হায় আমার মাথা)। “ওয়াও ছাড়া অন্যটি” সটো হচ্চে- ‘ইয়া’। “আর ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকলে অন্যটি বর্জনীয়” অর্থাৎ শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি ভুল বুঝার সম্ভাবনা না থাকে শুধু সক্ষেত্রে ‘ইয়া’ ব্যবহার করুন। যমেন কটে একজন বলছেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

حَمَلَتْ أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَبَرَتْ لَهُ * وَفُئِمَتْ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ ؛ يَا عُمَرَا

আর যদি ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াও ব্যবহার করা অবধারতি।”[উশমুনিকৃত ‘আলফয়িয়া’ এর ব্যাখ্যা (১/২৩৩) থেকে সমাপ্ত]

ঠিক একই রকম ব্যবহার ফাতমো (রাঃ) এর উক্ততিতে পাওয়া যায়। নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে তিনি বলছিলেন: “ও আমার বাবা! (ইয়া আবাতাহ), যনি তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন”। অপর এক বর্ণনায় এসছে- ‘ওয়া আবাতাহ’।

ইমাম বুখারী (৪৪৬২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর রোগ প্রকট রূপ ধারণ করল তখন তিনি জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় ফাতমো (রাঃ) বললেন, ‘ওয়া কারবা আবাতাহ (উহ! আমার পতির কত কষ্ট)! তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পতির উপর আর কোন কষ্ট নেই। যখন তিনি মারা গেলেন তখন ফাতমো (রাঃ) বললেন, হায়! আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জান্নাতুল ফরিদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জবিরীল (আঃ)- কে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনাই। যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর দাফন শেষ হল, তখন ফাতমি (রাঃ) বললেন: হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাটি চাপা দিয়ে আসা তোমরা কীভাবে বরদাশত করলো?!

সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৩০) এর বর্ণনায় এসছে- “হায় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জবিরীল (আঃ)- কে তাঁর মৃত্যুর খবর শুনাই। হায় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! তাঁর রবের কতই না কাছ চলে গেলেন! হায় আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! জান্নাতুল ফরিদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায়! আমার পতি (ইয়া আবাতাহ)! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন”।

এই ডাকগুলো শোকার্থ জ্ঞাপক; সাহায্য-প্রার্থনা বা প্রার্থনাসূচক নয়।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: ফাতমো (রাঃ)-এর কথা: "يا أبتاه" (ইয়া আবাতাহ): যনে তিনি বলছেন: يا أباي (ওগো আমার আব্বু)। ٥٠٠ এর মধ্যে উপরে দুই নোকতাবশিষ্ট ‘তা’ এসছে দুই নোকতায়ুক্ত ‘ইয়া’ এর বদলে। আলফি এসছে শোক জ্ঞাতার্থে এবং স্বরকে দীর্ঘ করণার্থে। আর ‘হা’ এসছে- শব্দরে সমাপ্তি জ্ঞাতার্থে।[ফাতহুল বারী (৮/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

আমরা ইতপূর্বই ইঙ্গিত করছি যে, এই শ্লোগানটি সাব্যস্ত হয়নি।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে ব্যক্তি বলনে যে, হাফযে ইবনে কাছরি উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ামামা যুদ্ধের দনি মুসলমানদের শ্লোগান ছিল ‘ওয়া মুহাম্মাদাহ’ (হায় মুহাম্মাদ): এই কথা রদ করে শাইখ সালেহ আল-শাইখ বলেন: আমবিবলব, ইবনে কাছরি (রহঃ) এ উক্তিটি যুদ্ধ বিষয়ক দীর্ঘ এক সংবাদরে মধ্যে উদ্ধৃত করেছেন। সে উদ্ধৃতিতে ঐতিহাসিকদের একজনরে কথা অন্যরে কথার মধ্যে ঢুকে গেছে। এই শ্লোগানটি ইবনে জারীর তাঁর ‘তারখুল উমামি ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন: আমার কাছে সারিয় লিখেছেন শূয়াইব থেকে তিনি সাইফ থেকে তিনি যাহ্যাক বনি ইয়ারবু থেকে তিনি তাঁর পতি থেকে তিনি বনী সুহাইম এর কোন এক লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনার মধ্যে শ্লোগানটিও উল্লেখ করেছেন।

আমবিবলব: এটি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ‘সনদ’। আকদি ও তাওহদরে মাসয়ালা তো নয়, বরং শরিয়তরে অন্যান্য বধি-বিধানও ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয় না। বরং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হয় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং ঘটনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নয়; বরং সামগ্রিকভাবে ঘটনাগুলোকে বিশ্বাস করার জন্য। ইমাম আহমাদ বলেন: “তিনিটী জ্ঞানের কোন ভিত্তি নই। এর মধ্যে মাগাজি বা যুদ্ধবগ্রহ বিষয়ক জ্ঞানকণ্ডে উল্লেখ করেন”।

এই সনদটি তিনিটী দিক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন:

১। সাইফ নামরে রাবী তিনি ‘আল-ফুতুহ’ গ্রন্থ ও ‘আল-রদিদা’ গ্রন্থরে রচয়তি ‘উমর’ এর সন্তান। তিনি অনেকে মাজহুল (অজ্ঞাত-অবস্থা) মানুষ থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম যাহাবী তাঁর ‘মযানুল ইতিদাল’ (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন: মুতায়্যনি ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন: একটি মুদ্রা তার (সাইফ) এর চয়ে উত্তম। আবু দাউদ বলেন: তিনি কিছুই না।

আবু হাতমি বলেন: তিনি মাতরুক (বর্জনীয়)।

ইবনে হিব্বান বলেন: তার বরিদ্ধে ধর্মত্যাগরে অভিযোগ দ্যো হয়।

ইবনে আদ বলেন: তার সকল হাদিস ‘মুনকার’।[সমাপ্ত]

২। আয্যাহ্যাক বনি ইয়ারবু:

আল-আযদ বলেন: তার হাদিস যথার্থ নয়। আমবিবলব: তিনি ইচ্ছনে ঐ সব মাজহুল (অজ্ঞাত-অবস্থা) এর অন্তর্ভুক্ত ‘সাইফ’ যাদরে থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৩। ইয়ারবু এর অজ্ঞাত-অবস্থা এবং সুহাইমি গোট্ররে লোকটির অজ্ঞাত-পরচিয়।

এই ইলালগুলোর (দোষগুলোর) প্রত্যেকেটি হাদিসকে দুর্বল প্রতীয়মান করে। এরপর হাদিসটি যদি সাইফ বনি উমর এর বর্ণনাকৃত হয় তখন কমন হয়? ইতপূর্ববে আপনি সাইফ সম্পর্কে জেনেছেন। আমরা আল্লাহর কাছেই নরিপত্তা প্রার্থনা করছি।

ইবনে জারীর এ ধরণে অমূলক ঘটনা উল্লেখ করা ও তার পরবর্তী অপরাপর ঐতিহাসিকগণ সবে ঘটনার উল্লেখ করায় নিন্দা করার কিছু নাই। কারণ ইবনে জারীর তার ‘তারখিল উমাম ওয়াল মুলুক’ গ্রন্থেরে ভূমিকায় (১/৮) বলছেন: “আমি যদি আমার এই কতিবাব পূর্ববর্তীদের থেকে এমন কোন ঘটনা উল্লেখ করে থাকি যে ঘটনা পড়ে পাঠক ভরু কুচকে ফেলে, শ্রোতা চোখ কপালে তোলেন- সংশ্লিষ্ট ঘটনার কোন সত্যতা বা ভিত্তি না থাকার কারণে; সক্ষেত্রে তারা জেনে রাখুন যে, এটি আমাদের পক্ষ থেকে আসেনি। বরং আমাদের কাছে বর্ণনা করছেন এমন কিছু বর্ণনাকারীদের থেকে এসেছে। আমাদের কাছে যতোবে এসেছে আমরা ঠিকি সতোবে বর্ণনা করছি।”[শাইখ সালেহ আল-শাইখ এর ‘হাযহি মাফাহমিনা’ পৃষ্ঠা-৫২ থেকে সমাপ্ত]

চার:

ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের সম্পর্কে আল্লাহ যা উল্লেখ করছেন: “তারা বলল, ‘হে আমাদের পতি, আপনি আমাদের পাপ মোচনরে জন্য ক্ষমা চান। নশ্চয় আমরা ছলাম অপরাধী। তিনি বললেন, ‘অচরিই আমি তোমাদের জন্য আমার রবরে নকিট ক্ষমা চাইব, নশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’”[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৯৭,৯৮] সটো হচ্ছ জীবতি ও সক্ষম ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া; আলমেদেরে সর্বসম্মতিক্রমে এতে কোন অসুবিধা নাই।

তাদের কথা: "استغفر" এর অর্থ হচ্ছ- আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা চান। তারা এ কথা বলনে যে, আমাদেরকে ক্ষমা করুন; যমেনটি আপনি ভুল বুঝছেন।

অপর কারো কাছে দোয়া চাওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে অনেকে দললি রয়ছে। যমেন- উওয়াইস কারনি এর দীর্ঘ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাঃ)কে বলনে: “...যদি তুমি তার কাছে তোমার জন্য দোয়া চাইতে পার তাহলে সটো কর। এ কারণে উমর (রাঃ) উওয়াইস এর কাছে এসে বললনে: আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”[সহি মুসলিম (২৫৪২)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: “পরচ্ছদে: মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছ থেকে দোয়া চাওয়া মুস্তাহাব, যদিও দোয়া-প্রার্থী প্রার্থতি ব্যক্তির চয়ে উত্তম হোক না কেন এবং মর্যাদাবান স্থানসমূহে দোয়া করা: জেনে রাখুন এ বিষয়ক হাদিস অগণতি। বরং এটি একটি ইজমা-সদিধ (মতকৈয়পূর্ণ) বিষয়।”[আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৬৪৩ থেকে সংক্ষেপেতি ও সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সারকথা হচ্ছে: যদি কেউ বলে, ‘ইয়া মুহাম্মদ’ এর মূল বধিান হচ্ছে- বৈধতা; যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে সরাসরি বা পরোক্ষ প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত না হয়। যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সটো শরিক।

তদুপরি আপনার জন্য উপদশে হচ্ছে- এ ধরণের ডাক দয়াে কহিা বশেি বশেি এটি বলা থকে দুইটি কারণে বরিত থাকুন:

১. এই কথা বলার কারণে আপনার প্রতিমন্দ ধারণা পোষণ করা হতে পারে যে, আপনি গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন।
২. হতে পারে আপনি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং কোন কাজ করাকালে ও সহযোগীর দরকার হলে আপনি এই ডাক দিয়ে বসবেন। বরং আপনার উচতি ‘ইয়া আল্লাহ’, ‘ইয়া হাইয়ু’, ‘ইয়া কায়ুম’, ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলায় নিজেরে জহিবাকে অভ্যস্ত করে তোলো। কোন বান্দা বা দাসেরে জন্য তার মনবিরে কাছে প্রার্থনা করা, তার কাছে মনিতিকরা ও সর্বাবস্থায় তাকে ডাকার চয়েে মর্যাদাপূর্ণ আর কছি নহে।

পাঁচ:

যে ব্যক্তি শরিকে লপ্ত হয়েছো এবং তাওবা করছো আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যো নাফসকে হত্যা করা নষিধে করছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যো তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। কয়িমতরে দনি তার আযাব বর্ধতি করা হবে এবং সেখোনে সে অপমানতি অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যো তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে পরণিমে আল্লাহ তাদরে পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরবির্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব কষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬৮-৭০]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।